ভালেন্তিনা ওসেয়েভা
নীল পাতা

কী ভালো

সকালে ঘুম ভাঙল ইউরার। তাকিয়ে দেখলে জানলা দিয়ে। ঝলমলে রোদ। ভারি ভালো দিনটা।

ছেলেটার ইচ্ছে হল নিজেও সে ভালো কিছু একটা করে।

তাই ভাবতে বসল:

'বেশ হত যদি বোনটা জলে ডুবে যেত, আর আমি তাকে বাঁচাতাম!'

ভাবতে না ভাবতেই বোন হাজির:

— চল-না ইউরা, খেলতে যাই!

— ভাগ! ভাবনায় ব্যাঘাত করিস নে!

রাগ করে চলে গেল বোনটি।

আর ইউরা ভাবতে লাগল:

'বেশ হত যদি আয়া-মাসিকে নেকড়ে ধরত আর আমি তাদের গুলি করে মারতাম!'

ভাবতে না ভাবতেই আয়া-মাসি হাজির:

— বাসনগুলো তোল-না, খোকন।

— নিজেই তোলো, সময় নেই আমার!

মুখ ভার করলে আয়া-মাসি। ফের ভাবতে বসল ইউরা:

'ঠিক, ত্রেজর কুকুরটা যদি কুয়োয় পড়ে যেত, তাহলে আমি তাকে টেনে তুলতাম!'

ত্রেজর অমনি হাজির। লেজ নাড়াতে লাগল:

'আমায় একটু জল খেতে দাও-না, ইউরা!'

— ভাগ বলছি! দেখছিস না এখন ভাবছি!

মুখ বন্ধ করে ত্রেজর চলে গেল ঝোপের দিকে।

আর ইউরা এল মায়ের কাছে:

— খুব ভালো কিছু কী করি বলো তো মা?

ইউরার মাথায় মা হাত বুলিয়ে দিলেন:

— বোনের সঙ্গে একটু খেল গে, বাসনগুলো তুলতে আয়া-মাসিকে সাহায্য কর, জল খেতে দে ত্রেজরকে।

কার ?

মস্তো কালো কুকুরটার নাম গুবরে। দুটি ছেলে, কলিয়া আর ভানিয়া, তাকে কুড়িয়ে পায় রাস্তায়। একটা পা ভেঙে গিয়েছিল তার। কলিয়া আর ভানিয়া তার সেবা-শুশ্রূষা করলে একসঙ্গে। তারপর গুবরে সেরে উঠতেই প্রত্যেকেরই ইচ্ছে হল একা সে-ই হবে গুবরের মালিক। কিন্তু গুবরে কার সেটা ওরা ঠিক করতে পারলে না, তাই তর্কটা শেষ হত ঝগড়ায়।

একদিন বনে গেল ওরা। গুবরে ছুটে গেল আগে আগে। আর জোর তর্ক চালাতে লাগল ছেলে দুটো।

— এ কুকুর আমার, — বলছিল কলিয়া, — আমিই ওকে প্রথম দেখে কুড়িয়ে এনেছি!

— না, আমার, — রেগে উঠল ভানিয়া, — আমিই ওর পা ব্যান্ডেজ করে দিই, মাংস নিয়ে আসতাম ওর জন্যে!

হার মানতে চাইছিল না কেউ। জোর ঝগড়া বেধে গেল।

— আমার! আমার! — চ্যাঁচাতে লাগল দুজনে।

হঠাৎ বনরক্ষকের আঙিনা থেকে ছুটে বেরুল দুটো প্রকান্ড চৌকি-কুকুর। গুবরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা তাকে মাটিতে ঠেসে ধরল। ভানিয়া তাড়াতাড়ি একটা গাছে উঠে পড়ে বন্ধুর উদ্দেশে চ্যাঁচাতে লাগল:

— পালা! পালা!

কলিয়া কিন্তু একটা লাঠি নিয়ে ছুটে গেল গুবরেকে বাঁচাতে। গোলমালে বনরক্ষক বেরিয়ে এসে তার কুকুর দুটোকে সরিয়ে নিলে।

— কার কুকুর এটা? — রেগে জিজ্ঞেস করলে সে।

— আমার, — বললে কলিয়া।

ভানিয়া চুপ করে রইল।

পাখি তিনটে

ডালে বসেছিল তিনটে ছাতার পাখি। বুড়ো ওকগাছ অনেকক্ষণ ওদের কিচিরমিচির শুনে শুনে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললে:

— ওগো ছাতারেরা, তোমাদের ওই মাঠে গিয়ে বসাই কি ভালো হবে না?

মাঠে উড়ে গেল পাখি তিনটে। ঝিঁঝি ডাকছে সেখানে, মাথা দোলাচ্ছে বুনো ফুল। ঢিপির ওপর বসে এমন ছতর-ছতর করে ডাকতে লাগলে পাখি তিনটে যে ফুলের মাথা নুয়ে এল, ডাক থেমে গেল ঝিঁঝির। ভদ্রভাবে মখমলী ভ্রমর বললে:

— ওগো ছাতারেরা, বনটায় গেলেই কি তোমাদের ভালো হয় না?

বনে উড়ে গেল ছাতারেরা। সেখানে গান ধরেছে কত পাখি। দুনিয়ায় অনেক ঘুরেছে তারা, কত কী দেখেছে তাই বলছিল। সবারই ভারি ভালো লাগছিল শুনতে। কিন্তু ছাতার পাখিরা কেবল নিজেদের কথাই শুনতে চায়। এমন তারা চিড়িক পিড়িক শুরু করলে যে মাথা টাটিয়ে উঠল খরগোসের, ছেয়ে নেকড়ের কানে তালা ধরল, কাঠ-বিড়ালিরা তাদের দিকে ছুড়ে মারতে লাগল বাদামের খোলা, আর অমায়িকভাবে শেয়াল বললে:

— ও গো ছাতারেরা, শহরে চলে যাওয়াই তোমাদের ভালো!

শহরে উড়ে গেল ছাতারেরা। একটা বাড়ির কার্নিসে এসে বসল তারা। নিচে রোয়াকে বসেছিল তিনটি মেয়ে। খুব জোরে জোরে কথা কইছিল তারা, সবাই একসঙ্গে এ ওকে বাধা দিয়ে। দেখে ছাতারেরা বললে:

— এই আমাদের আসল জায়গা!

সত্যি, এবার ওদের অন্য কোথাও উড়ে যেতে বললে না কেউ। কিন্তু ওরা যখন নিজেদের ছাতারে আলাপ শুরু করলে, মেয়ে তিনটের বকবকানিতে ওদেরই কানে তালা ধরে গেল।

— নাঃ, এ অসম্ভব! — বললে একটা ছাতার পাখি, — আমার নিজের গলাই যে আমি শুনতে পাচ্ছি না!

তিনটে ছাতার পাখিই তখন উড়ে চলে গেল।

ছেলেরা

কুয়ো থেকে জল তুলছিল দুই গিন্নি। এল আরেক জন। এক থুত্থুড়ে বুড়োও এসে পাথরের ওপর বসল জিরতে।

এক গিন্নি আরেক গিন্নিকে বলে:

— আমার ছেলেটি ভারি চটপটে, গায়েও কী জোর, কেউ তার সঙ্গে পারে না।

— আর আমার ছেলেটি গান গায় কেমন, যেন কোকিল। অমন গলা আর কারো নেই, — বলে দ্বিতীয় গিন্নি।

তৃতীয় জন কিন্তু চুপ করেই রইল।

— আর তুমি তোমার ছেলের কথা কিছু বলছ না যে? — জিজ্ঞেস করলে প্রথম দুজন।

— কী বা বলি? — বললে তৃতীয় জন, — অমন গুণ তার কিছু নেই।

পুরো বালতি জল ভরে চলল ওরা। বুড়োও তাদের পেছু পেছু। যায় যায়, মাঝে মাঝে থামে। হাত ব্যথা করে, ছলকে পড়ে জল, টাটিয়ে ওঠে পিঠ।

হঠাৎ তাদের দিকে ছুটে আসে তিনটি ছেলে।

একজন হাতে ভর দিয়ে বনবন করে ডিগবাজি খায় — মুগ্ধ হয়ে গিন্নিরা দেখে।

আরেক জন গান ধরে কোকিল কণ্ঠে, ঝরে ঝরে পড়ে সুর — মুগ্ধ হয়ে গিন্নিরা শোনে।

তৃতীয় ছেলেটি কিন্তু মায়ের কাছে ছুটে আসে, হাত থেকে ভারি বালতিটা নিয়ে নিজেই বইতে থাকে।

বুড়োকে জিজ্ঞেস করে গিন্নিরা:

— তা কেমন দেখলেন আমাদের ছেলেদের?

— ছেলেরা আবার কোথায়? — জবাব দেয় বুড়ো, — আমি তো কেবল একটি ছেলেকে দেখছি।

নীল পাতা

কাতিয়ার দুটি সবুজ পেনসিল। লেনার কিন্তু একটিও নেই।
কাতিয়াকে লেনা বলে:
— আমায় একটু দে-না তোর সবুজ পেনসিলটা।
কাতিয়া বলে:
— মাকে জিজ্ঞেস করে দেখি।

পরের দিন দ্‌জনেই এল ইশকুলে। লেনা জিজ্ঞেস করে:

— মা মত দিয়েছেন?

কাতিয়া নিশ্বাস ফেলে বলে:

— মা তো মত দিয়েছেন, কিন্তু দাদাকে তো জিজ্ঞেস করি নি।

— বেশ, দাদাকেও জিজ্ঞেস করে নে।

পরের দিন এল কাতিয়া।

— কি, মত দিলে দাদা? — জিজ্ঞেস করে লেনা।

— দাদা তো মত দিয়েছে, তবে ভয় হচ্ছে, যদি ভেঙে ফেলিস।

— খ্‌ব সাবধানে আঁকব, — বললে লেনা।

কাতিয়া বললে:

— দেখিস কিন্তু, শিস বাড়াবি না, জোরে টিপবি না, চুষবি না। আর হ্যাঁ, আঁকিস না বেশি।

— আমি কেবল গাছের পাতা আঁকব, — বললে লেনা, — আর সব্‌জ ঘাস।

— ও বাবা, সে তো অনেক, — বলে ভুর্‌ কোঁচকালে কাতিয়া। ম্‌খখানা ব্যাজার করলে।

তার দিকে একবার তাকিয়ে চলে গেল লেনা। পেনসিল নিলে না। অবাক লাগল কাতিয়ার, ছ্‌টে গেল তার কাছে।

— হল কী তোর? নে!

— দরকার নেই, — বললে লেনা।

ক্লাসে মাস্টার মশাই জিজ্ঞেস করলেন:

— লেনা, তোর গাছের পাতাগ্‌লো নীল কেন রে?

— সব্‌জ পেনসিল আমার নেই।

— সইয়ের কাছ থেকে চেয়ে নিলি না কেন?

চুপ করে রইল লেনা। আর কাতিয়া বেদম লাল হয়ে বললে:

— আমি দিতে গিয়েছিলাম, ও নিলে না।

দ্‌জনের দিকেই তাকিয়ে দেখলেন মাস্টার মশাই:

— এমন ভাবে দিতে হয় যাতে নেওয়া চলে।

খরগোসের চামড়ার টুপি

এক-যে ছিল খরগোস। ফুঁয়ো-ফুঁয়ো লোম, লম্বা-লম্বা কান। সব খরগোস যেমন হয় তেমনি। তবে এমন বড়াই করে, সারা বনেও তারা জুড়ি মিলবে না। খেলছে খরগোসরা, লাফিয়ে যাচ্ছে গুঁড়ির ওপর দিয়ে। এ খরগোস বলে:

— এ আর কী, আমি পারি পাইনগাছ ডিঙিয়ে যেতে!

পাইন মোচা নিয়ে খেলছে সবাই — কে সব চেয়ে উঁচুতে ছুড়তে পারে। আর এটা এসে বলে:

— এ আর কী, আমি ছুড়লে একেবারে মেঘে গিয়ে লাগবে।

অন্যান্য খরগোসরা হাসাহাসি করে তাকে নিয়ে:

— বড়াই-বীর!

একবার শিকারী এল বনে, বড়াই-বীর খরগোসটিকে মেরে টুপি বানালে তার চামড়ায়। শিকারীর ছেলে সে টুপি মাথায় দিতেই, ওমা, হঠাৎ বড়াই শুরু করলে ছেলেদের কাছে:

— ইশকুলের দিদিমণির চেয়েও আমি সব ভালো জানি! যেকোনো অংক কষে দেব!

— বড়াই-বীর! — বললে ছেলেরা।

ইশকুলে এসে ছেলেটা টুপি খুলতেই নিজেরই অবাক লাগল:

— সত্যি তো, অমন বড়াই করতে গেলাম কেন?

সন্ধ্যায় ছেলে-পুলেদের সঙ্গে বরফ-ঢাকা ঢিপি থেকে স্লেজ গড়িয়ে নামার খেলা। মাথায় টুপিটি পরতেই ফের শুরু হল বড়াই:

— এমন জোরে গড়িয়ে নামব-না, একেবারে উড়ে যাব দীঘির ওই পারে!

নামতে গিয়ে উলটে গেল ওর স্লেজ, মাথা থেকে টুপি ছিটকে গিয়ে পড়ল তুষার-স্তূপে। সেটা আর খুঁজে পেলে না ছেলেটা। বিনা টুপিতেই ঘরে ফিরল। তুষার-স্তূপেই পড়ে রইল সেটা।

একদিন কাঠ কুড়োতে গেছে কয়েকটি খুকি। যাচ্ছে, আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে, কোথাও কেউ কাউকে ছেড়ে যায় না। হঠাৎ একটি মেয়ের চোখে পড়ল — শাদা, ফুঁয়ো-ফুঁয়ো টুপি পড়ে আছে বরফের ওপর। তুলে সেটি মাথায় দিতেই অহংকারে তার আর মাটিতে পা পড়ে না! বলে:

— কী হবে তোদের সঙ্গে গিয়ে! একা আমি তোদের সবার চেয়ে বেশি কাঠ কুড়িয়ে বাড়ি ফিরব সবার আগে!

— বেশ, একাই যা তাহলে, — বললে অন্য মেয়েরা, — যত বড়াই!

রাগ করে চলে গেল তারা।

— তোদের ছাড়াই চলবে, — ওদের উদ্দেশে চ্যাঁচাল মেয়েটি, — একাই আমি কাঠ আনব পুরো একগাড়ি!

বরফ ঝেড়ে ফেলার জন্য টুপিটা খুললে সে, চারিদিকে তাকিয়ে দেখে হঠাৎ হায়-হায় করে উঠল:

— একা আমি বনে করব কী? পথই জানি না, একা কাঠও যে কুড়নো যায় না!

টুপি ফেলেই সে ছুটল অন্য মেয়েদের সঙ্গ ধরতে। খরগোসের চামড়ার টুপিটা পড়ে রইল এক ঝোপের নিচে। তবে বেশিক্ষণ নয়। কাছ দিয়ে যে গেছে, তারই চোখে পড়েছে। যে দেখেছে সেই তুলে নিয়েছে।

একটু চেয়ে দ্যাখো তো চারিদিকে, তোমাদের কারো মাথায় খরগোসের চামড়ার টুপিটা নেই তো?

অনুবাদ: ননী ভৌমিক
ছবি এঁকেছেন ভ. আলেক্সেয়েভ

В. ОСЕЕВА
СИНИЕ ЛИСТЬЯ
на языке бенгали